সমকাল

তারিখ ১০ MAY 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্যাকেজ প্রোগ্রাম

■ সাব্বির নেওয়াজ

জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে বিএনপি জোটের টানা অবরোধ ও হরতালের কারণে শিক্ষা খাতে হওয়া ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিশেষ 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম' হাতে নিতে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ প্রোগ্রামের আওতায় সব স্কুল-কলেজে অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া, বিভিন্ন ধরনের ছুটি কমিয়ে আনা, জীবনের হুমকি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে আসা চলতি বছরের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের খাতা সহৃদয়তার সঙ্গে মূল্যায়ন করা যেন তারা কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, বিশেষ বিষয়গুলোতে (ইংরেজি, বিজ্ঞান, গণিত) বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা করা এবং দ্রুত সিলেবাস শেষ করে ত্বরিত পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সৃষ্ট স্বল্পমেয়াদি সেশনজট নিরসন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২৩ দলীয় জোটের আন্দোলনে নাশকতার কারণে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে সেগুলোও দ্রুততার সঙ্গে মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া এই 'প্যাকেজ প্রোগ্রামে' আর কী কী বিষয় রাখা যেতে পারে সে বিষয়ে মতামত দিতে খ্যাতনামা স্কুল-কলেজের অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক, মাঠপর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা ও তদারককারী কর্মকর্তাদের আজ দুপুর ১২টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

জানতে চাইলে সরকারের এ উদ্যোগের সত্যতা স্বীকার করে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, 'অবশ্যই ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করছি। এ বছর শিক্ষাবর্ষের প্রথম দুই মাসেই বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২৩ দল আন্দোলনের নামে সাধারণ মানুষ এমনকি শিক্ষকদের পর্যন্ত পেট্রোল বোমা মেরে পুড়িয়ে মেরেছে। বাসে বোমা মেরে কোমলমতি ছাত্রীদের দগ্ধ করেছে। লাখ লাখ এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার্থী জীবনের ভয়ে ভীত হয়ে পরীক্ষার কেন্দ্রে গেছে। তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে। বিএনপি জোট হরতাল-অবরোধের নামে শিক্ষা ব্যবস্থার যা ক্ষতি করেছে তা পুষিয়ে নিতে আগামী ৩০ বছর লাগবে। শিক্ষার ক্ষতি বা উন্নতি দুটোই রাতারাতি বোঝা যায় না। এ দুটোরই ফল অর্তান্ত সুদূরপ্রসারী।' শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, 'একাডেমিক ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ডেকেছি। তাদের মতামত শুনবো। আমরাও কিছু দিকনির্দেশনা তৈরি করেছি, সেগুলো তাদের দেব।'

হরতাল অবরোধের ক্ষতি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, টানা প্রায় আড়াই মাসের একাডেমিক ক্ষতি তারা পুষিয়ে নিতে এরই মধ্যে চেষ্টা করছেন। কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন ছুটির দিনেও ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। তবে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। গত ২১ ও ২২ জানুয়ারি ইংরেজি মাধ্যমের এডেক্সেল কারিকুলামের 'ও' এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষা দিতে পারেননি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা। ৬ জানুয়ারি শুরু হয়ে ২৮ জানুয়ারি তা শেষ হওয়ার কথা ছিল। সারা দেশের প্রায় সাত হাজার পরীক্ষার্থী ওই পরীক্ষা দিতে না পারায় একটি সেশন পিছিয়ে গেছে তারা। আগামী ৬ মাস পর ফের একই পরীক্ষায় তাদের অবতীর্ণ হতে হবে। নাজুক দশা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও। ১২ লাখ শিক্ষার্থী বিভিন্ন পর্যায়ের

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পরীক্ষার জটে পড়েছেন। ফেব্রুয়ারি মাসের ডিগ্রি পরীক্ষা এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তর মিলিয়ে সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই দুই মাসের রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক এক গবেষণা তথ্যমতে, সব শিক্ষা স্তর মিলিয়ে একদিনে ক্লাস না হলে ১৬ কোটি শিক্ষাঘণ্টা (একাডেমিক ক্লাস আওয়ার) নষ্ট হয়। সে হিসাবে গত ৬ জানুয়ারি থেকে শুক্রবার বাদে ৫০ দিনে বাংলাদেশের সব স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মোট ৮০০ কোটি শিক্ষাঘণ্টা নষ্ট হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'মানুষের তৈরি দুর্যোগে শিক্ষাজীবন ব্যাহত হওয়া মোটেই কাম্য নয়। এ ধরনের হরতালের ফলে নতুন প্রজন্ম রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হবে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক উইং থেকে জানা গেছে, স্কুল-কলেজগুলোতে বিশেষ ক্লাস নিতে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট রুটিন তৈরি করে দেওয়া হবে। কমিয়ে আনা হবে গ্রীষ্মকালীন ছুটি, রমজানের ছুটি এবং দুই ঈদের ছুটিও।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক) একেএম জাকির হোসেন ভূঁইঞা সমকালকে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দ থাকা বড় বড় ছুটি কাটছাঁট করা প্রয়োজন মনে হওয়ায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মতামত নিয়েছে মন্ত্রণালয়।